তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শামসুন্নাহার হলের ছাত্রী নির্যাতন জামায়াতপন্থীদের নীরবতা

গত ২৪ জুলাই ২০০২, মঙ্গলবার গভীররাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের ওপর যে বর্বরোচিত, ঘৃণ্য, অসভ্য, বন্য ও শ্লীলতাবর্জিত পুলিশী নির্যাতন হল, সংঘটিত হল যে নৈরাজ্যকর অবিবেকী তাণ্ডব–সে সম্পর্কে জাগ্রত চৈতন্য বিবেকী সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, কলামিস্ট, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজ, তথা সমগ্র জাতি ইতোমধ্যেই তীব্র প্রতিক্রিয়া, প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণা ব্যক্ত করেছে। ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্র শিবির ব্যতিরেকে প্রতিবাদে ও আক্রোশে ফেটে পড়েছে সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র সংগঠন। সকলেরই সমুচ্চারিত দাবি, প্রাণপ্রিয় আত্মজাসম ছাত্রীদের নিরাপত্তাদানে ব্যর্থ উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টরের অবিলম্বে অপসারণ এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত পুলিশসহ সকল ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। অবশ্য উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ এবং প্রক্টর ইতোমধ্যেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

ন্যূনতম বিবেক, মনুষ্যত্ব, চরিত্র, আদর্শ ও ঔচিত্যবোধসম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষেই ছাত্রছাত্রীদের এসব ন্যায্য সঙ্গত দাবির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার যেমন বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই তেমনি নেই তাদের সঙ্গে গভীর একাত্মতা প্রকাশ না করার পিছনেও যৌক্তিক কোন কারণ। এ কারণেই শামসুন্নাহার হলের ছাত্রী নির্যাতনের প্রসঙ্গটি এখন নৈতিক জাতীয় ইস্যুতে পরিণত এবং এই ইস্যু নিয়ে এখন আন্দোলন-সংগ্রাম তুঙ্গে। এমনকি আমরণ অনশন-রত ছাত্রছাত্রী এবং একাত্ম ঘোষণায় সহমর্মী শিক্ষকগণ পর্যন্ত পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত নিগৃহীত ও প্রহৃত হয়েছেন।

কিন্তু ক্ষমতাসীন সরকার কাগজে ক্ষোভ ও ক্ষুব্ধতা প্রকাশ ছাড়া সমস্যা সমাধানে কার্যত

ড. মোঃ হারুন-অর-রশীদ

কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেনি। উপরন্তু পোষ্য ছাত্রদলের হুমকিধামকি, চোখ রাঙানি ও পেশীশক্তির নগ্ন প্রকাশ এবং আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ঘটনা বিশ্লেষণ, আত্মকথন, অসংলগ্ন সাক্ষাতকার এবং লাগাতার অসত্য ভাষণের ফলে পুরো বিষয়টাই এখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আয়ত্তের বাইরে। বিবিসিকে দেয় সাক্ষাতকারে ইতোপূর্বে আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী তা স্বীকারও করেছেন। তবুও সরকার আছে কাষ্ঠং পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান– ন নড়েন ন চড়েন। সম্ভবত সমস্যাটা বুঝেও না বোঝার ভান করছে। এ থেকে মনে হয় পরিকল্পিতভাবেই ঘটানো হয়েছে ঘটনাটি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সুদূরপ্রসারী দুরভিসন্ধিতে। তা না হলে এই ঘটনার হোতা ছয় বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রীকে আশ্রয়, প্রশ্রয় দেবার অছিলায় অগণিত নিরীহ বৈধ ছাত্রীর ওপর নীতিবিগর্হিত অমানুষিক-পৈশাচিক আক্রমণ হয় কী করে? কী করেইবা এখনও তারা বহাল তবিয়তে মুক্ত *বিহঙ্গের মতো* ঘুরে বেড়াতে পারে? থাকতে পারে হলে? প্রশ্রয় পায় আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীদের? আসলে ইচ্ছাকৃত চোখ বন্ধ করে থাকা জোট সরকারের স্বভাব। কিন্তু অন্ধ হলেই কি প্রলয় বন্ধ থাকে? থাকে না যে সেটাতো বোঝাই যাচ্ছে। দিনকে দিন ফুঁসে ওঠা ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা ও ক্রমাগত গণসম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে।

কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। মূল্যবোধের সোল এজেন্ট প্রাপ্ত ধর্মপন্থীরা গেল কই? যারা পান থেকে চুন খসলেই গেল গেল ধর্ম গেল, অধঃপাতে গেল জাতীয় চরিত্র, নৈতিক শুচিতা, ইসলামী মূল্যবোধ ইত্যাদি গালভরা বুলি বোলন্দ করে তারস্বরে চিৎকার করে বেড়ায়, কথায় কথায় দেয় ফতোয়া– তারা সব গেল কই? কই গেল শাইখুল হাদিস, আমিনী, নিজামী, সাঈদীরা? তারা যে আর রাওটাও কাটে না। তবে কি রাতের আঁধারে কাপুরুষোচিত হিংস্রতা নিয়ে ঘুমন্ত ছাত্রীদের ওপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যে কোন অন্যায়, অত্যাচার, পাপ, জুলুম, অনৈতিকতা ও অনৈসলামিকতা দেখতে পান না তারা? নাকি মনে করেন বেয়াড়া, বেতমিজ, বেশরা, বেলেহাজ মেয়েদের ঠেঙ্গিয়ে জোট সরকারের পুলিশ ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব পালন করেছে– ভালই করেছে ওঁরা মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে টেনেহিঁচড়ে, ল্যাং মেরে, অশ্লীল গালাগাল করে? লাঠৌষধির ব্যবস্থা করে? তাদের নিশ্ছিদ্র নীরবতা দেখে মনে হচ্ছে 'মৌনং সম্মতি লক্ষ্যনং'।

কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তো জানেন, ইসলাম অন্য কথা বলে। ইসলাম বলে বিনা অনুমতিতে বিশ্রামরত মার ঘরে ছেলেরও প্রবেশাধিকার নেই। এমনকি পূর্বানুমতি না নিয়ে স্বামীও ঢুকতে পারেন না স্ত্রীর ঘরে। কেননা বিশ্রামরত অবস্থায় ওঁরা তখন থাকতে পারেন শ্লথবসনা-বেসামাল। এই যখন যৌক্তিক নীতি ও সর্বজনমান্য ইসলামী শিক্ষা তখন কিনা জোট সরকারের বশংবদ বিকৃত রুচির একদঙ্গল পুরুষ পুলিশ গভীর রাতে ঘুমন্ত ছাত্রীনিবাসে প্রবেশ করে সৃষ্টি করে নারকীয় নৈরাজ্য, করে শালীনতাবর্জিত অশ্লীল আচরণ; অথচ ক্ষমতার সামান্য উচ্ছিষ্টভোগীরা এর প্রতিবাদ তো করলেনই না, উপরন্তু ঠোঁটে তালা লাগিয়ে থাকলেন একদম চুপ! চুপ থাকে আদর্শবাদীতার অহঙ্কারে বুঁদ হয়ে থাকা তাঁদের ইসলামী ছাত্র শিবির। কি আশ্চর্য অসঙ্গতি! মূল্যবোধের কি ব্যাভিচার! কথা ও কাজের মধ্যে কি পরিমাণ ফারাক এঁদের? সাধে কি এরকম মুখোশধারী, সুবিধাবাদীদের সম্পর্কে নজরুল বলেছেন, 'ওরা সব পড়ছে কেতাব/ নিচ্ছে খেতাব নিমকহারাম বেঈমান'।

সম্ভবত ধর্মব্যবসায়ী বেঈমানই ওরা। জাতীয় বেঈমান। তা না হলে কোন বিবেকবান মানুষ, দল বা গোষ্ঠীর পক্ষে কি শামসুন্নাহার হলের মেয়েদের সীমাহীন লাঞ্ছনা দেখে প্রতিক্রিয়াহীন নির্বিকারত্বে অটল থাকা সম্ভব? কিংবা আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর মতো একথা বলা কি সম্ভব যে, তেত্রিশজন মহিলা পুলিশের সঙ্গে মাত্র তিনজন পুরুষ পুলিশ কন্ট্রোলিং দায়িত্ব পালনের জন্য ঢুকেছিল শামসুন্নাহার হলে এবং তারা কোন অশালীন আচরণ করেনি ছাত্রীদের সঙ্গে! চমৎকার ব্যাখ্যা। তবে কি ভুক্তভোগী, লাঞ্ছিত, অপমানিত, গণকান্নাতাড়িত ভয়পাওয়া ছাত্রীদের অভিযোগ আমলে না নিয়ে এ রকম ভাবতে যে, উপাচার্যের আজ্ঞাবাহী প্রতি এগারোজন মহিলা পুলিশের সঙ্গে একজন পুরুষ পুলিশ থাকলে তারা আর পুরুষ থাকে না; জোট সরকারের তেলেসমাতি মহিমায় চোখের পলকে রূপান্তরিত হয়ে যায় মহীয়সী মহিলায় ধিক! শতধিক! বালখিল্য কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত, আত্মসম্মানবোধহীন আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে। আত্মসম্মান, বিচার ও মূল্যবোধতো মানুষেরই থাকে। নির্যাতিত ছাত্রছাত্রী এবং জাতি চায় ঘটনার হোতা এবং সংশ্লিষ্ট দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।